বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
(বিএফআরআই)

বর্ষ-০৫ সংখ্যা-০২

অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০১৯

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

বিএফআরআই এ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় প্রকল্পের নির্মাণকৃত রাস্তার উদ্বোধন

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এ ''জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে পুনঃ নির্মাণকৃত ২৫০ মিটার রাস্তার শুভ উদ্বোধন করা হয়। নির্মাণকৃত রাস্তাটির উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম। এ সময়ে আরো উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই এর পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মো. আলমগীর এবং বিএফআরআই এর বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিনিয়র রিসার্চ অফিসারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রকল্পের আওতায় পুনঃ নির্মাণকৃত রাস্তার শুভ উদ্বোধন করছেন অতিরিক্ত সচিব মহোদয়

উদ্বোধন শেষে ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে বিএফআরআই-এর কর্মপরিকল্পনা ও গবেষণা অগ্রগতি বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএফআরআই এর পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমান এর সঞ্চালনায় পরিচালিত মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত সচিব তাঁর বক্তব্যে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে ২৫০ মিটার রাস্তা নির্মাণের পাশাপাশি অত্র প্রতিষ্ঠানের অফিস ও আবাসিক এলাকায় জলাবদ্ধতা হতে মুক্তি পেতে ৮১০ মিটার আরসিসি ও ব্রিকসের ড্রেন নির্মাণ, পাহাড়ের খালি ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বনায়নের জন্য ৩০,০০০ দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণের মাধ্যমে ভূমির ক্ষয়রোধ, পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা, পাহাড় ধস প্রতিরোধে ২৮৬ মিটার আরসিসি রিটেইনিং দেয়াল নির্মাণসহ সামগ্রিক বিষয়ের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া তিনি বিএফআরআই-এর গবেষণা অগ্রগতির কার্যক্রমসহ সার্বিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক তাঁর বক্তব্যে বলেন বর্ষা মৌসুমে এ রাস্তাটি যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ত। বিএফআরআই এর আবাসিক এলাকায় বসবাসরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবার ও অফিসগামী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্থানীয় জনগণ কোমর সমান পানিতে অনেক কষ্ট স্বীকার করে যাতায়াত করত। রাস্তাটি পুনঃ নির্মাণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে এখানকার জলাবদ্ধতার যেমন স্থায়ী সমাধান হয়েছে তেমনি রাস্তার দুপাশে বৃক্ষ রোপণের ফলে এর সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সভায় বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার, ড. হাসিনা মরিয়ম, ড. ডেইজী বিশ্বাস, ড. মো. মাহবুবুর রহমান, ড. মো. জাকির হোসাইন বিএফআরআই এর গবেষণা অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়কে অবগত করেন। পরিশেষে সভার সঞ্চালক এবং বিএফআরআই এর পরিচালক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিএফআরআই এ ডিজিটাল হাজিরার উদ্বোধন

গত ০১ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এ ডিজিটাল হাজিরার উদ্বোধন করা হয়। ডিজিটাল হাজিরার উদ্বোধন করেন বিএফআরআই এর পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমান। বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রশাসনিক ভবন এবং বন ব্যবস্থাপনা ভবনে ডিজিটাল হাজিরার দুটি ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস স্থাপন করা হয়। ডিজিটাল হাজিরার উদ্বোধনকালে বিএফআরআই এর সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, রিসার্চ অফিসারসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন শেষে পরিচালক ডিজিটাল হাজিরার প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন এখন বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল বিপ্লব চলছে। বাংলাদেশও ডিজিটাল বিপ্লবের অগ্রযাত্রায় শামিল হয়েছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে গতিশীল করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার না করলে অন্য দেশ থেকে আমরা পিছিয়ে যাব। তাই তিনি সবাইকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন ডিজিটাল হাজিরার মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে। এতে কর্মঘণ্টা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি সেবার পরিধিও বৃদ্ধি পাবে। নির্ধারিত সময়ে অফিস করার জন্য তিনি সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিএফআরআই এ ডিজিটাল হাজিরার উদ্বোধন

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় তাল গাছের ভূমিকা

তালগাছ একক কাণ্ড বিশিষ্ট একটি বৃহৎ চিরহরিৎ বৃক্ষ। Arecaceae পরিবারের এ গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম *Borassus flabellifer* L. তালগাছের আদি নিবাস ভারতীয় উপমহাদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এটি ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে বেশি জন্মায়। এটি বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে অযত্নে অবহেলায় জন্মাতে দেখা যায়। তবে উপকূলীয় জেলাগুলোতে এর আধিক্য বেশি। তাল গাছ প্রায় ১০০ ফুট লম্বা হয় এবং প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এর কাণ্ড সোজা, লম্বা এবং মাথার উপরের ভাগ ছাতা আকৃতির। তাল গাছ এক লিঙ্গ বিশিষ্ট অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী গাছ আলাদা হয়। তালগাছ একটি বহু ব্যবহার উপযোগী বৃক্ষ। মৌসুমে একটি গাছ থেকে ২৫০-৪০০ লিটার পর্যন্ত রস সংগ্রহ করা যায়। রস থেকে সুঘ্রাণযুক্ত গুড়/পাটালি তৈরি করা হয়। প্রতি লিটার রস থেকে ২০০-২৫০ গ্রাম গুড় পাওয়া যায়। একটি তালগাছ থেকে মৌসুমে প্রায় ৩০-৩৫ কেজি তাল গুড় তৈরি করা যায়। গুড় থেকে মিছরি/তাল মিছরি তৈরি করা হয় যা ঔষধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তালের রস ভিনেগার ও মদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পাকা তালের রস দিয়ে নানা রকম মজাদার পিঠা ও পায়েস তৈরি করা হয়।

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, লবণাক্ততা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিবছর উপকূলীয় এলাকায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। প্রাকৃতিকভাবে খাপ খাওয়ানো কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলো ঘূর্ণিঝড় এবং টর্নেডোর গতিবেগ কমিয়ে উপকূলীয় এলাকা রক্ষা করে। তালগাছ প্রতিঘণ্টায় ৩৫০ কিলোমিটার বাতাসের গতিবেগের মধ্যেও টিকে থাকতে পারে। কাজেই ঘূর্ণিঝড় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় বর্তমানে যে সকল বৃক্ষ প্রজাতিকে গুরুত্ব দেয়া হয় তার মধ্যে তালগাছ অন্যতম। তালগাছের ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা সম্ভব। তালগাছের শিকড় গুচ্ছাকারে বিস্তৃত হয়ে মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে। উপকূলীয় চরাঞ্চলসহ খাল ও নদ-নদীর পারে তাল গাছ বনায়নের মাধ্যমে ভূমি ক্ষয়রোধ করা যায় এবং চর ভূমি স্থায়ী করা যায়। এ বৃক্ষ রোপণ করে সড়ক ও সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করা যায়।

চর কুকরিমুকরিতে উত্তোলিত তালের বাগান

তা ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে বজ্রপাতে মানুষ হতাহতের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। মনে করা হয় যে, বজ্রপাতের ফলে সৃষ্ট জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে তালগাছের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বজ্রপাত সাধারণত উঁচু বস্তুকে আকর্ষণ করে। উঁচু লম্বা গাছ (প্রায় ১০০ ফুট) হিসেবে তাল গাছ বজ্রপাত প্রতিরোধ করে এবং জানমালের ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করে। তাল গাছ খরা প্রতিরোধী এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রায় টিকে থাকতে পারে। অত্যন্ত গরম আবহাওয়ায় টিকে থাকার জন্য তালগাছ খুবই সুপরিচিত একটি গাছ। অধিকাংশ গাছের শিকড় আনুভূমিকভাবে ছড়িয়ে থাকে কিন্তু তাল গাছের শিকড় সোজা নিচের দিকে চলে যায়। ফলে তালগাছের শিকড় পানি ধরে রাখতে পারে। তালগাছে সাধারণত পোকা-মাকড় বা রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ কম হয়। তালগাছ মানুষের উপকারের পাশাপাশি অন্যান্য জীবেরও উপকার করে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

উৎস : মো. গোলাম মওলা, বিভাগীয় কর্মকর্তা (চ.দা.), প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বরিশাল।

বিএফআরআই এ এসডিজি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ০৯ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. তারিখে বিএফআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে এসডিজি (Sustainable Development Goals) বিষয়ক ''SDGs Implementation in SAARC Countries: Emerging Challenges" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএফআরআই এর পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমান এর সভাপতিত্বে এবং গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর প্রাক্তন সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার ড. সুভাস কান্তি দাসগুপ্ত।

এসডিজি বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

সুভাস কান্তি দাসগুপ্ত তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধে এসডিজি-এর প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান অবস্থা ও এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয় সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন এমডিজির সীমাবদ্ধতার কারণেই এসডিজির শুরু। তিনি এসডিজিকে 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক উপায়ে কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলা করা যায় সে বিষয়ে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। কোনো দেশের পক্ষে এককভাবে এ প্রভাব মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সকল দেশকে সম্মিলিতভাবে এ বিষয়ে কাজ করতে হবে। বিএফআরআই বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এসডিজির Goals 15 (Life of Land) বিষয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। টেকসই বনব্যবস্থাপনা, ভূমিক্ষয়রোধ এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম ও ড. মো. মাহবুবুর রহমান, রিসার্চ অফিসার জনাব এম জহিরুল আলম, জনাব আবদুল্লাহ আল মাসুদ মজুমদার, জনাব মো. জুনায়েদ এবং ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ও জনাব শামীমা নাসরীন।

জাতীয় জীব প্রযুক্তি মেলা-২০১৯ এ বিএফআরআই-এর অংশগ্রহণ

"টেকসই উন্নয়নে জীব প্রযুক্তি" এ প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ১৮-১৯ অক্টোবর ২০১৯ বিজয় সরণিস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় জীব প্রযুক্তি মেলা-২০১৯। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় এ মেলার আয়োজন করে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইয়াফেস ওসমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মো. নজিবুর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মো. সলিমুল্লাহ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. আনোয়ার হোসেন, সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত জীব প্রযুক্তি মেলায় বিএফআরআই-এর অংশগ্রহণ

এ মেলায় বাংলাদেশের সকল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগ, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বায়োটেকনোলজি বিভাগসহ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, স্কয়ার এগ্রো লিমিটেড, লালতীর সিডসহ বিভিন্ন সিড কোম্পানি এবং বায়োটেকনোলজি ল্যাবে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৯৮ টি স্টল অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর স্টলটি ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তির লিফলেট, পোস্টার, বিএফআরআই এর প্রকাশিত জার্নাল, কয়েকটি প্রজাতির টিস্যু কালচার পদ্ধতির বিভিন্ন স্টেজের/ধাপের কালচার বোতল, কালচার টিউব এবং বিভিন্ন প্রজাতির টিস্যু কালচারজাত চারা দ্বারা সাজানো হয়েছিল।

মহান বিজয় দিবসে বিএফআরআই এর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিএফআরআই এর পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে বিএফআরআই এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির গৌরবের দিন। এ দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব প্রকাশের দিন। ৪৮ বছর আগে এ দিনে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করে অভ্যুদয় ঘটেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের।

পুষ্প অর্পণ শেষে বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার প্রদানকালে পরিচালক মহোদয় বলেন "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আমরা

মহান বিজয় দিবসে চট্টগ্রামের কেন্দ্রিয় শহিদমিনারে পরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুষ্পস্তবক অর্পণ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা অর্জনের পথ আর বেশি দূরে নয়। স্বাধীনতার পরবর্তীতে যে বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হতো সে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর বিস্ময়। একটি শক্তিশালী অর্থনীতি এবং ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির নাম বাংলাদেশ। রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। অতএব মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ বীর শহিদ ও ৩ (তিন) লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগ কখনো বৃথা যাবে না। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইনস্টিটিউটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং ক্যাম্পাস এলাকার প্রশাসনিক ভবন, বন ব্যবস্থাপনা ভবন, বনজ সম্পদ ভবন ও প্রধান ফটক আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। এছাড়া ক্যাম্পাসে অবস্থিত শহিদ সিপাহী মফিজুল ইসলাম-এর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাতসহ দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

বিএফআরআই এ "Invasive Aline Species Management" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এসডিজি বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে "Invasive Aline Species Management" কর্মপরিকল্পনা তৈরি শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ড. রফিকুল হায়দার, বিভাগীয় কর্মকর্তা, গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ ও এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর সঞ্চালনায় এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর পরিচালক, ড. মো.মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বন অধিদপ্তরের রাঙ্গামাটি অঞ্চলের বন সংরক্ষক, উপ-বন সংরক্ষক এবং চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলের সকল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস এর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-আমিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র , পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এর প্রতিনিধি এবং বেসরকারি সংস্থা তাজিংডং, বান্দরবান এর প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ও ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মকর্তাগণসহ মোট ৪১ জন অংশগ্রহণকারী উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় মূলপ্রবন্ধসহ চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। "Effects of Invasive Alien Species (IAS) on Forests Ecosystems in Bangladesh and the Action Plans for Control Measure" শিরোনামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস এর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন। এছাড়া "Importance of Studying Invasive Species from Local to International Arena" শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস এর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-আমিন। বিএফআরআই এর এসডিজি ফোকালপয়েন্ট ও গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার এবং প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন বিভাগ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক ড. মো. আসাদুজ্জামান বুলবুল যথাক্রমে "SDGs and Invasive Alien Species" এবং "Threats to Biosecurity and Detection of Quarantine pests" শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত অতিথিবৃন্দের মতামত :

- উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন ২০১১ (উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা ২০১৮) শিরোনামে একটি আইন রয়েছে। তবে এর যথাযথ প্রয়োগ হয় না বলে অংশগ্রহণকারীগণ মত প্রকাশ করেন। এ আইনটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। দেশের সকল সীমান্তে উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিভাগকে আরো যত্ন সহকারে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিদেশি কোনো প্রজাতি দেশে আনার সময় অবশ্যই উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিভাগের ছাড়পত্র নেওয়া জরুরি। না হলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্যাথোজেন আমাদের দেশীয় প্রজাতির জন্য হুমকি হতে পারে। কাঠ আমদানির ক্ষেত্রেও এ আইন যথাযথ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তাই উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিষয়ে আমাদের সবার জানা এবং এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা উচিত।
- Invasive alien species এর উপর বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কাজ হলেও আমাদের দেশে সঠিক কোনো তথ্য, উপাত্ত (Data) নাই। Invasive alien species এর একটি সঠিক তালিকা তৈরি এবং অঞ্চল ভিত্তিক invasive species mapping করা প্রয়োজন। এর জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বন অধিদপ্তর, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে invasive alien species এর অঞ্চল ভিত্তিক একটি সঠিক তালিকা তৈরি করা প্রয়োজন।
- দেশে invasive alien species এর সংখ্যা এবং তারা কি পরিমাণ ক্ষতি করছে তার নির্দিষ্ট কোনো তথ্য নাই। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য সম্ভার প্রস্তুত করা প্রয়োজন এবং এ প্রজাতির গাছগুলো সংরক্ষিত বনাঞ্চলে লাগানো উচিত নয়।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রিজার্ভ ফরেস্ট ও প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়গুলোতে যথাযথ ব্যবস্থাপনা (Management Practice) না করার ফলে invasive species এর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। Assisted Natural Regeneration (ANR) পদ্ধতি অবলম্বন এবং সঠিকভাবে silviculture এর বিভিন্ন ধাপগুলো প্রয়োগ করলে invasive alien species ব্যবস্থাপনা করা ও এর প্রভাব কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে invasive alien species এর ফলে এ অঞ্চলের economic, environment এবং ecosystem এর উপর কি ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে তা নিরূপণ করা প্রয়োজন।

Acacia auriculiformis প্রজাতির উদ্ভিদের প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর (Adaptive capacity) সক্ষমতা, প্রচুর রিজেনারেশন (Huge regeneration) এবং দ্রুত বিস্তারের (Rapid spread) সক্ষমতার কারণে *Acacia auriculiformis* কে invasive species হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। যেহেতু জনগণের মধ্যে এ প্রজাতির চাহিদা রয়েছে তাই এ প্রজাতির গাছগুলো দেশের কোথায় কোথায় লাগানো যেতে পারে তার একটি নির্দেশনা তৈরি করা প্রয়োজন।

- আকাশমনি যেহেতু invasive alien species হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। সেহেতু এর বিকল্প দ্রুতবর্ধনশীল স্থানীয় প্রজাতি (Fast Growing Native species) নির্বাচন করা প্রয়োজন মর্মে মত প্রকাশ করা হয়।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রণয়ন করা হয় ঃ

- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বন অধিদপ্তর, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে একটি সঠিক তালিকা তৈরি করবে এবং অঞ্চলভিত্তিক invasive species mapping তৈরি করতে হবে।
- Invasive species এর প্রজাতিগুলোর তালিকা তৈরি করে দেশের বিভিন্ন সীমান্তে ও গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে এবং জনগণকে এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- Assisted Natural Regeneration (ANR) পদ্ধতি অবলম্বন এবং সঠিকভাবে ক্ষয়িত বনাঞ্চলে silvicultural management এর বিভিন্ন ধাপগুলোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে এর জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।
- আকাশমণি যেহেতু invasive alien species হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে ফলে এর বিকল্প দ্রুতবর্ধনশীল স্থানীয় প্রজাতি (Fast Growing Native species) নির্বাচন করা প্রয়োজন।

সবশেষে সভাপতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত অতিথিবৃন্দকে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান মতামত প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটিতে বিএফআরআই এর মৌমাছি পালন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মানিকছড়িতে মৌমাছি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মানিকছড়ি উপজেলার মানিকছড়ি মিশন স্কুলে বিএফআরআই এর মৌমাছি পালন বিষয়ক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটের আহ্বায়ক জনাব মো. আনিসুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন মানিকছড়ি মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জনাব রোজলিন দাইস। তিনি বলেন বিএফআরআই এর মৌমাছি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ফলে স্থানীয় উপজাতি জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে। এতে তাঁদের বিকল্প অর্থ উপার্জনের পথ সুগম হবে। ফলে এ প্রশিক্ষণটি তাঁদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরো বক্তব্য প্রদান করেন মিশন চার্চের পরিচালক জনাব জ্যোতির্ময় চাকমা।

বিভিন্ন দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে মৌ-চাষে আগ্রহী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। মৌমাছি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বিএফআরআই এর রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট গ্রেড-১ জনাব মো. জিল্লুর রহমান এবং ক্ষেত্র সহকারী জনাব সাঈদ হাসান রাজন। অংশগ্রহণকারীগণ বিনামূল্যে মৌ-চাষে ব্যবহার হয় এমন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য বিএফআরআইকে অনুরোধ করেন।

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রামে বিএফআরআই এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ফটিকছড়ি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপস্থিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ০৪ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএফআরআই এর মণ্ড ও কাগজ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. ডেইজী বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফটিকছড়ি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো. সায়েদুল আরেফিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফটিকছড়ি উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব লিটন দেবনাথ।

কর্মশালায় উক্ত উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধিগণ এবং বিএফআরআই এর বিভিন্ন ভোক্তগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটের আহ্বায়ক জনাব মো. আনিসুর রহমান। কর্মশালায় বনজ সম্পদ উইং এবং বন ব্যবস্থাপনা উইং এর প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপনা করেন যথাক্রমে মণ্ড ও কাগজ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. ডেইজী বিশ্বাস এবং বন্যপ্রাণী শাখার সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আনিসুর রহমান। উক্ত কর্মশালায় কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ, কাঠ, বাঁশ ও ছনের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন ও বীজ সংরক্ষণ, বাঁশের যোজিত পণ্য উৎপাদন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগুলো উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন বিএফআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো যুগোপযোগী এবং পরিবেশবান্ধব। এ প্রযুক্তিগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে বৃক্ষ সম্পদ ব্যবহারের উপর চাপ কমবে এবং বনজ সম্পদ রক্ষা পাবে। বিএফআরআই এর উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তিগুলো ফটিকছড়ি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের পরিচিতি, উদ্দেশ্যসমূহ, চলমান গবেষণা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন এবং কর্মশালাটি সুন্দরভাবে আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য ফটিকছড়ি উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলাবাসীকে ধন্যবাদ জানান।

বিএফআরআই এ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ০৪ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. বিএফআরআই এ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম। বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ একটি জাতীয় কর্মসূচি। তাই এটি অর্জনে সবাইকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা যেহেতু চাকুরি করি তাই চাকুরি ক্ষেত্রে সবাইকে শুদ্ধ হতে হবে। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন শুদ্ধাচার অনুশীলন শুধু প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়, জাতীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের আচার-আচরণের মধ্যে এক ধরনের অবক্ষয় দেখা দেওয়ায় শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সততা ও নৈতিকতার অভাবে দেশের সঠিক উন্নয়ন সম্ভবপর হচ্ছে না। চারিত্রিক উৎকর্ষের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও গতিশীল উন্নয়নের জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমাদের সচেতন হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান জানান। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে ইনস্টিটিউটের আর্টিস্ট, উচ্চমান সহকারী, মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, মেকানিক, অটোমেকানিকসহ ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পটভূমি, প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের লক্ষ্য এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের পদ্ধতি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও অন্যান্য পদক্ষেপ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিএফআরআই এর কর্মকৌশল ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব অসীম কুমার পাল।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

রেইন ট্রি কাঠের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার

সদ্য চেরাইকৃত কাঠে পানির পরিমাণ কাঠের ওজনের শতকরা ৫০ ভাগ হতে ২৫০ ভাগেরও বেশি হতে পারে। কোনো কাঠকে ব্যবহার উপযোগী করতে হলে উক্ত কাঠে পানির পরিমাণ ১৪-২০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। আর সঠিকভাবে কাঠ সিজন না করে ব্যবহার করলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। সিজনকৃত কাঠ ছাড়া আসবাবপত্র, দরজা, জানালা প্রভৃতি তৈরি করলে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহারের সময় শুকাবে, ফলে কাঠ আয়তনে কিছুটা সংকুচিত হয়। এতে জোড়া খুলে গিয়ে কাঠের আসবাবপত্র ফাঁক হতে পারে। কোনো কোনো অংশ বেঁকে বা ফেটে যেতে পারে। কাঠের সংকোচনের ফলে দেওয়াল হতে দরজা-জানালা খুলে যেতে পারে। কাঠে পচন বা ঘুণে ধরে কাঠের তৈরি জিনিস আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এতে করে বনজ সম্পদের ব্যাপক অপচয় হয়। লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যাকে কিছুটা হলেও লাঘব করা সম্ভব। কোথায় কোন কাঠ ব্যবহার উপযোগী তা একমাত্র প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জানা সম্ভব। তা ছাড়া কাঠের ভৌত, যান্ত্রিক ও শুষ্কিকরণ গুণাবলি নির্ণয়ের মাধ্যমে সঠিক জায়গায় কাঠের ব্যবহার অনেকটা নিশ্চিত করা যায়। উদাহরণ হিসেবে রেইন ট্রি কাঠের ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই রেইন ট্রি [*Samanea saman* (Jacq.) Merr.] বৃক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। তবে যশোর, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, ঝিনাইদহ জেলাতে একটু বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তার ধারে, বসতবাড়ির আশেপাশে, পতিত জমিতে ও ডোবা-নালার পাশে বৃক্ষটি দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত বৃক্ষটি দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় জনসাধারণের কাছে এটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। কারণ অল্প দিনের মধ্যে বৃক্ষটি বিক্রি করে তারা অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়। কাঠের ভৌত গুণাবলি নির্ণয়ের মাধ্যমে জানা যায় যে, রেইন ট্রি কাঠের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) ০.৫৭, যা মাঝারি ভারী শ্রেণিতে পড়ে এবং যান্ত্রিক গুণাবলি নির্ণয়ের মাধ্যমে জানা যায় যে, কাঠটি দুর্বল মানের শক্তিসম্পন্ন।

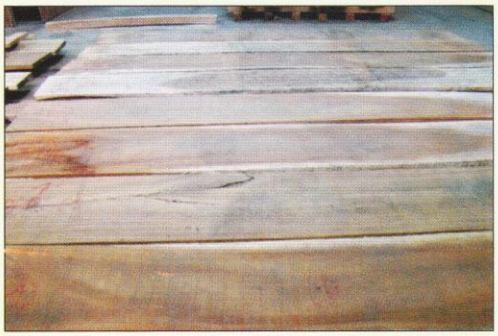

এয়ার ড্রাই কন্ডিশনে সিজনকৃত রেইন ট্রি কাঠের নমুনা

সৌরচুল্লিতে সিজনকৃত রেইন ট্রি কাঠের নমুনা

সৌর চুল্লী এবং এয়ার ড্রাই-এর মাধ্যমে রেইন ট্রি কাঠের শুষ্কিকরণ গুণাবলি নির্ণয় করা হয়েছে। পরীক্ষণে দেখা যায় যে, এয়ার ড্রাই মাধ্যমের তুলনায় সৌর চুল্লীতে রেইন ট্রি কাঠ শুষ্কিকরণ করতে সময় কম লাগে।

উপরের ছবিতে দেখা যায় যে, সৌর চুল্লীতে শুষ্কিকৃত কাঠের মান এয়ার ড্রাই কন্ডিশনের তুলনায় ভাল হয়। সৌর চুল্লীতে শুকানো কাঠ বাঁকা বা অধিক ফেটে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়না ও ছত্রাকের আক্রমণ কম হয় বলে প্রতীয়মান হয়। রেইন ট্রি কাঠের ভৌত, যান্ত্রিক ও শুষ্কিকরণ গুণাবলি নির্ণয়ের মাধ্যমে এবং উক্ত গুণাবলি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, এ কাঠ চেয়ার, টেবিল, খাট, শোকেস, সোফা, ডাইনিং টেবিল, ড্রেসিং টেবিল এবং বুক সেলফ তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উৎস : কাঠ শুষ্কিকরণ ও শক্তি নিরূপণ বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা : ড. মো. মাসুদুর রহমান	- পরিচালক	ড. রফিকুল হায়দার	- বিভাগীয় কর্মকর্তা
মো. জাহাঙ্গীর আলম	- আহ্বায়ক	অসীম কুমার পাল	- সদস্য সচিব
মো. মতিয়ার রহমান	- সদস্য	এয়াকুব আলী	- সদস্য
ছৈয়দুল আলম	- সদস্য		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
E-mail : editorbfrinewsletter@gmail.com, web : www.bfri.gov.bd
ফোন : ০৩১-৬৮১৫৭৭, ৬৮১৫৮৬, ২৫৮০৩৮৮